দু-কথায় [illegible] ? এ সম্বন্ধে ড্রাইডেনের মতটি প্রণিধানযোগ্য : "It is not enough that Aristotle has said so, for Aristotle drew his models of tragedy from Sophocles and Euripides : and, *if he had seen ours, might have changed his mind.*"[৮]

সে যাই হোক, অ্যারিস্টট্‌ল থেকেই য়ুরোপীয় সাহিত্য-সমালোচনার যথার্থ শুরু ; আজ প্রায় আড়াই হাজার বছর পরেও দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর কোন কোন মত এখনও কৌতূহলী আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

লঞ্জাইনাস (খ্রীঃ ১ম শতক ?)

প্রাচীন সাহিত্যবিচারপদ্ধতিতে যিনি যুগান্তর এনেছিলেন, রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বৃহৎ জীবনবোধের আদর্শে সাহিত্যকে উর্ধ্বতর সত্তায় তুলে ধরেছিলেন, সেই লঞ্জাইনাসের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর নামধাম নিয়ে নানা মতভেদ আছে। খ্রীঃ তৃতীয় শতকে ক্যাসিয়াস লঞ্জাইনাস (২১৩-৭৩ খ্রীঃ অঃ) আবির্ভূত হন ; ইনি প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ছিলেন। পরে পামিরার রানী জেনোবিয়ার উপদেষ্টা হন। জেনোবিয়া রোমান বশ্যতা অস্বীকার করলে লঞ্জাইনাস রোমসম্রাটের দ্বারা ধৃত হন ; বিচারে এঁর প্রাণদণ্ড হয়। কেউ কেউ বলেন যে, ইনিই *The Sublime* নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক সমালোচনাগ্রন্থের রচয়িতা। কারো কারো মতে এ অনুমান ঠিক নয়। ক্যাসিয়াস লঞ্জাইনাসের অন্ততঃ দুশো বছর আগে *The Sublime* রচিত হয়েছিল ; এবং যে লঞ্জাইনাসের সঙ্গে *The Sublime*-এর নাম জড়িত, তিনি অন্য কেউ। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় না। তাই তাঁকে সাধারণতঃ Pseudo Longinus

৮ বাঁকা অক্ষর আমাদের দেওয়া।

বা কল্পিত লঞ্জাইনাস আখ্যা দেওয়া হয়। শোনা যায় তিনি নাকি জাতিতে গ্রীক, আসল নাম পম্পেইয়াস; ইনি বোধহয় খ্রীঃ ১ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। অবশ্য এ সমস্ত জনশ্রুতি মাত্র। যাঁরা (যথা—স্কট-জেম্‌স্) তাঁকে ক্যাসিয়াস লঞ্জাইনাসের সঙ্গে এক করতে চান, তাঁদের যুক্তি অভ্রান্ত নয়।

লঞ্জাইনাসের গ্রন্থটির নাম *Peri Hupsous*। *Hupsous*-এর প্রতিশব্দ হিসেবে sublime শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে *On the Sublime*। ইংরেজীতে বিভিন্ন যুগে এই 'hupsous' নানা ভাবে অনূদিত হয়েছে। ১৬৬২ সালে জন হিল এই শব্দটির অনুবাদ করেন *Of the Height of Eloquence*; ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দে জন পুলটেনির ভাষায় এর রূপান্তর হয় *Of the Loftiness or Eloquency of Speech*। ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দে বোয়লো (Boileau) এর পাকাপাকি রূপদান করলেন—*Sublime*। তারপর থেকে এই Sublime কথাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই গ্রন্থে বারবার গ্রীক *ekstasis* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হল আনন্দাবেগ, transport। এই transport ও sublime শব্দ দুটির দ্বারা এই গ্রন্থকে বিশেষিত করা চলে।

লেখক এই গ্রন্থে প্রধানতঃ রোমান্টিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যের লক্ষ্য ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই অংশে বিশুদ্ধ সাহিত্যতত্ত্বের চেয়ে বরং সাহিত্যের নানাবিধ বাস্তব সমস্যা আলোচিত হয়েছে। তাই অনেকে মনে করেন *On the Sublime* নামে যে গ্রন্থ পাওয়া গেছে তা বোধ হয় মূলগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড; প্রথম খণ্ডে সম্ভবতঃ দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছিল। লঞ্জাইনাস 'sublime'-কে সাহিত্যের একমাত্র লক্ষণ বলে ধরেছেন। সেই sublime-এর অর্থ ছিল ভাষার এমন প্রাধান্য ও সৌন্দর্য, যা ভালো বাগ্মীর মতো এক মুহূর্তেই পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারে। তিনি হোমর থেকে

ডিমসথিনিস পর্যন্ত গ্রীক সাহিত্য বিশ্লেষণ করে sublime-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বহু গ্রন্থ থেকে (তার মধ্যে *The Book of Genesis*-ও আছে) উদ্ধৃতি উল্লেখ করে নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রন্থের পরিশেষে তিনি সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে যোগাযোগ কোথায় সে বিষয়েও সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনার বিষয় সংহত, যুক্তিপূর্ণ ও সাহিত্যগুণান্বিত। *On the Sublime* পড়তে পড়তে প্লেটোর কথা মনে পড়ে যায়। বক্তব্যের সূচী : স্টাইল বা রচনারীতি ; সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি ও মূলতত্ত্ব ; ক্লাসিকতার প্রাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা ; বুদ্ধির স্থৈর্য ও মুক্তি ; অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিল্পের মূলতত্ত্ব আবিষ্কার। মূলতঃ এই বিষয়ে তাঁর আলোচনা কেন্দ্রীভূত।

আনন্দ, শিল্পসৌন্দর্য, মহত্ত্ব—এইগুলিকেই তিনি শিল্পের ফলশ্রুতি বলেছেন। সাহিত্য ও শিল্প আমাদের মহৎ লোকে নিয়ে যায়, নতুন আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত করে। সাহিত্যের এই আনন্দদানের লক্ষণ এর আগে কেউ কেউ বলেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা শিক্ষাদানের (*cavet*) কথা ভুলতে পারেন নি। কিন্তু লংগিনাস *cavet*-কে সাহিত্যবিচার থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে চেয়েছেন। সাহিত্য আমাদের বিশুদ্ধ আনন্দ দেবে এবং মহত্তর সৌন্দর্যলোকে নিয়ে যাবে—এ ছাড়া সাহিত্যের আর কোন কাজ নেই। সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যকেই তিনি অপার্থিব আনন্দ (*ekstasis*) বলেছেন।

সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে লঞ্জাইনাস পাঁচটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন : (১) মহৎ বিষয়বস্তু (২) আবেগ ও অনুপ্রেরণা (৩) অলঙ্কারসন্নিবেশ (৪) উপযুক্ত ছন্দ (৫) মহত্ত্বব্যঞ্জক রচনারীতি। এখানে লক্ষ্য করা যাবে, তিনি প্রধানতঃ সাহিত্যের উপাদান, আবেগ, রচনারীতি—এই তিনটির উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। এইগুলির সম্মিলিত চেষ্টার ফলে সাহিত্য আমাদের sublime বা মহত্তরলোকে নিয়ে যেতে পারে। তাঁর পূর্ববর্তী

প্লেটো-অ্যারিস্টট্‌লের মতে যুক্তির দ্বারা স্বমতানুবর্তী করা (persuasion—যা বাগ্মিতার ধর্ম) সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু লঞ্জাইনাস বললেন, "For a work of genius does not aim at persuasion, but ecstasy—or lifting the reader out of himself." প্রতিভাবান শিল্পী পাঠককে তাঁর মতানুবর্তী করেন না, তাঁকে ক্ষুদ্রত্ব থেকে মহত্তর আনন্দলোকে নিয়ে যান। এই sublime-এর সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য: "The sublime consists in a certain loftiness and consummateness of language, and it is by this and this only that the greatest poets and prose writers have won pre-eminence and lasting fame." Sublime হল ভাষার এমন একটা মহত্ত্বব্যঞ্জক চূড়ান্ত প্রকাশক্ষমতার বিকাশ, কেবলমাত্র যার দ্বারাই কবি ও গদ্যশিল্পীরা বিখ্যাত হয়েছেন। Sublime শুধু মহৎ নয়, সাহিত্যে সুন্দর ও মহৎ—দুই-ই চাই; এক গুণে তা আমাদের চিত্তাকর্ষী হয় এবং অপর গুণে তা আমাদের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বৃহৎ পরিসরের আনন্দলোকে নিয়ে যায়, যাকে অনেক পরে জুবেয়ার বলেছিলেন, "Nothing is poetry unless it transports."

লঞ্জাইনাসের বিচিত্র সাহিত্যমতের মধ্যে তিনটি লক্ষণ বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর মতে সাহিত্যের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে: (১) উপভোগ (appreciation) (২) মহত্তর জীবনবোধ (sublime) এবং (৩) আনন্দলোকে অভিসার (transport)। সাহিত্য পাঠশিক্ষার জন্য নয়—উপভোগ বা আনন্দের জন্য। সেই আনন্দ হল মহৎ শিল্প ও চিত্তবোধের আনন্দ এবং সেই মহৎ আনন্দ উপভোগের জন্য মানুষের ঊর্ধ্বতর চিত্তসত্তায় উদ্‌গমন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, লঞ্জাইনাস সমালোচনায় সর্ব প্রথম বিশুদ্ধ আনন্দবাদ—যা রোমান্টিকতার ধর্ম, তাই প্রতিষ্ঠিত করেন। এইখানে তাঁর সঙ্গে অ্যারিস্টট্‌লের সবচেয়ে বড় ভেদ;

বরং প্লেটোর সঙ্গে তাঁর যৎসামান্য সাদৃশ্য আছে। সাহিত্য পাঠকের মনে আনন্দ সঞ্চার করতে পারছে কিনা, তার সীমাবদ্ধ মনকে বৃহৎ সত্তায় নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে কিনা, এক কথায় সাহিত্যে sublime-এর লক্ষণ আছে কিনা, তাই একমাত্র প্রণিধানযোগ্য। সাহিত্য লেখকের মনে মহৎ চিন্তা ও বিশুদ্ধ আবেগ সৃষ্টি করবে; এই রকম আবেগমুগ্ধ সাহিত্যিকের মন থেকে যে সাহিত্য সৃষ্টি হবে, তাতে মহৎ শিল্পলক্ষণ থাকবে এবং ঐ মহৎ সাহিত্য পাঠকের মনে এমন একটা আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করবে যে, সেই পাঠক সঙ্কুচিত সীমাবদ্ধ চেতনা থেকে সৌন্দর্য ও আনন্দের উর্ধ্বতর সত্তায় উন্নীত হবেন।

অবশ্য এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, লঞ্জাইনাস সহজলভ্য সাহিত্যরসের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং পাঠকের উপভোগ্যতাকেই সাহিত্যের গুণাগুণ নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু পাঠকচিত্তের সস্মিত অনুরাগকেই শিল্পগুণের একমাত্র নিয়ামক শক্তি বলে মনে করেন নি; যদি তাই মনে করতেন, তা হলে তাঁকে রোমান সমালোচক হোরেস ও কুইন্টিলিয়ানের মতো গতানুগতিক সমালোচক বলেই নগদ বিদায় করা যেত। তিনি সাহিত্যবিচারে পরিপক্ক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৯]

লঞ্জাইনাসের মূল কথা—মহৎ সাহিত্য ও শিল্প তাকেই বলা যাবে যা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, এবং পাঠককে পুনঃপুনঃ উর্ধ্বতর সত্তায় নিয়ে যায়। শুধু একবার নয়, যতবার পড়া যাবে ততবার রসাস্বাদন লাভ হবে। কেবল কাব্যবিশেষজ্ঞ ও বিদগ্ধরাই যে মহৎ সাহিত্যর রসভোগ করবেন, তা নয়; যে কোন বয়সের যে কোন ভাষাভাষী ব্যক্তি—দেশকালজাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই মহৎ সাহিত্য থেকে আনন্দ ভোগ করতে পারবে।

---

৯ তাঁর উক্তি: "Judgment of literature is the final trait of ripe experience."

লঞ্জাইনাস সাহিত্যের রীতি বা style সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিয়েছেন। পরবর্তিকালে 'Style is the man' বলে যে উক্তিটি প্রচলিত হয়েছে, তার প্রথম পথিকৃৎ লঞ্জাইনাস। কিন্তু তিনি *Peri Hupsous*-এ (*The Sublime*) সাহিত্যসমস্যা বিষয়ে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যা বিশেষভাবে ১৯শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সমালোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। এ বিষয়ে তিনি যে কোন প্রাচীন সমালোচকের চেয়ে আধুনিক। স্টাইল বা রচনারীতি, আবেগ, সৌন্দর্য, সংক্রমণ (Communication), বক্তব্য বিষয় ও সাহিত্যিকের একাত্মতা (Empathy) প্রভৃতি সম্পর্কে লঞ্জাইনাসের মতামত ও যৌক্তিকতার আধুনিকতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যত কথাই বলুন না কেন, একটি বিষয়ে তিনি সর্বদা অবহিত, এবং নানা কথার মধ্যে সে কথাটি একবারও বিস্মৃত হন নি। তা হল সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর অভ্রান্ত অসংশয় মনোভাব। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আমাদের মনকে আলোড়িত করবে, উত্তেজিত করবে, মহত্তর করবে, উর্ধ্বতর সত্তায় নিয়ে যাবে, ভাগবত উন্মত্ততায় আবিষ্ট করবে,—এই হল তাঁর সাহিত্যবিষয়ক মৌলিক সিদ্ধান্ত। সমালোচকের কর্তব্য হল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে এই গুণ আবিষ্কার করা এবং প্রচার করা।

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের ধ্বনিবাদের সঙ্গে লঞ্জাইনাসের *Hupsous*-এর সাদৃশ্য আছে। আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত এই ধ্বনিবাদ ব্যাখ্যা ও প্রচার করেন। কিন্তু ধ্বনিবাদের মূল লেখক কে, তা জানা যায় না, আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্তও জানতেন না। লঞ্জাইনাসেরও প্রকৃত পরিচয় রহস্যাবৃত। তাঁর sublime-তত্ত্ব যেমন প্রাচীন সাহিত্যবিচারের এক অভিনব দৃষ্টান্ত, তেমনি ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রেও ধ্বনিবাদ (ব্যঞ্জনা) অভিনব বলে স্বীকৃত। তত্ত্বের দিক থেকে ধ্বনিবাদ ও 'sublime'-এর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ধ্বনিবাদের মূল কথা—বাচ্যার্থের অতীত বিষয়ান্তরের